Sangbad Pratidin- Friday 21 march 2008

পলাশের গন্ধে বসন্ত উৎসব 'ভালো পাহাড়ে'

সুমিত বিশ্বাস • ভালো পাহাড়

বসন্তোৎসবে ফাগের রং নয়, আগুন ঝরানো পলাশ, অশোক, শিমুল ফুলে রঙের দিনে এক অন্য উৎসব পুরুলিয়ায়। এখানে রাধা-কৃষ্ণের প্রেমের হোলি খেলা হয়তো নেই। কিন্তু দোলের দিনে আদিবাসীদের প্রেমের কথা কান পাতলেই শোনা যায়। মূলত আদিবাসীদেরকে নিয়ে সুদূর বান্দোয়ান থেকে নয় কিলোমিটার দূরে পাহাড়ের টিলা আর জঙ্গলে এক অন্য উৎসব, অন্য মেলা— পলাশ মেলা। আয়োজনে 'ভালোপাহাড়' নামে এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। ওই সংস্থাটি বান্দোয়ানের এই টিলা আর জঙ্গল এলাকাকে 'ভালো পাহাড়' নাম দিয়েছে। গত দশ বছর ধরে ফি বছর হোলির দিনে পলাশ মেলা বসে। দোলের দিন থেকে শুরু হয় উৎসব। মেলা চলে দু'দিন। উৎসবে আদিবাসীরা মধ্যমণি। তবে দোলের দিন বিকেল থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত জঙ্গলঘেরা ভালোপাহাড়ে বাঙালি সংস্কৃতিও ফুটে ওঠে। আবৃত্তি, রবীন্দ্রসঙ্গীত, নাটক সবকিছুই পরিবেশিত হয়। হোলির দিনে এই উৎসব আদিবাসী যুবক-যুবতীদের কাছে যেন অন্য মাত্রা নিয়ে আসে। পলাশ মেলা হয়ে যায় মিলনোৎসবে। দোলের পরের দিন বিকেল থেকে রাতভর মেলা চলে। পাতা নাচ, করম নাচ, বাইদ নাচে মুখর হয়ে ওঠে জঙ্গলমহল।

অন্য শান্তিনিকেতন

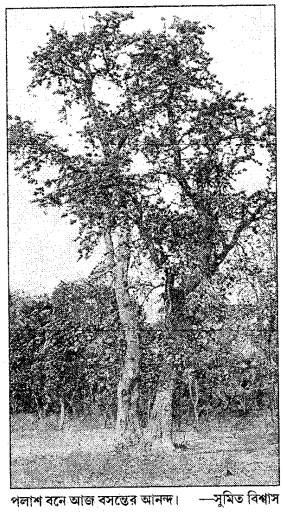

পলাশ বনে আজ বসন্তের আনন্দ। —সুমিত বিশ্বাস

জ্যোৎস্নার মায়াবি আলো, আদিবাসী নৃত্য, হাঁড়িয়া, মহুয়ার গন্ধ আর পলাশের আগুন ঝরানো রঙে ভালো পাহাড় আক্ষরিক অর্থেই রঙিন হয়ে ওঠে। সার্থক হয় পলাশ উৎসব। ভালো পাহাড় স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের সভাপতি বারীন ঘোষাল বলেন, তাঁদের প্রতিষ্ঠানের নামেই ওই জায়গার নাম দেওয়া হয়েছে। ওই নামে তাঁদের পত্রিকা রয়েছে। স্কুলও রয়েছে। মূলত আদিবাসী শিশুরাই ওই স্কুলে লেখাপাড়া করে থাকে। পলাশ মেলায় তাঁরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন। এই উৎসবে ভিড় জমায় পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, কলকাতার মানুষ-সহ ঝাড়খণ্ডের বাসিন্দারা। ভালো পাহাড়ের জঙ্গলের বুক চিরে হোলির জোৎস্না মাতোয়ারা হয়ে ওঠেন উৎসবে অংশ নেওয়ার মানুষ। হোলির দিনে ওখানে একে অপরকে রঙে রাঙিয়ে প্রেম নিবেদন না করা হলেও নৃত্যের তালে তালে আদিবাসী তরুণ-তরুণীরা প্রেমের আবেদন জানান। প্রেমিকের আবেদনে সাড়া দেয় আদিবাসী তরুণী। তবে আদিবাসীরা ছাড়াও এই উৎসবে অংশ নেয় সবধরনের মানুষ। শান্তিনিকেতনের বসন্তোৎসবের ছায়া রাঙামাটির পুরুলিয়ার প্রান্তরে না লাগলেও এখানে যে এক অন্য মেলা। শুধু বান্দোয়ানের জঙ্গল এলাকা নয়, নিতুড়িয়ার পঞ্চকোট পাহাড়ের হোলির দিনে এক মেলা বসে। পঞ্চকোট পাহাড়ের বিরিঞ্চি মাহাধাম মন্দিরে শিব-পার্বতীর প্রেমের কথা উঠে আসে বসন্তের এই দিনে। রাতভর চলে উৎসব। পুণ্যের টানে মানুষ ওখানে জড়ো হয়। পুরুলিয়ার মাঠ-ঘাট, প্রান্তর এখন শিমুলের রঙে লাল। পুরুলিয়া শহর ছাড়িয়ে আড়ষার দেউলঘাটা, অযোধ্যা পাহাড়, বান্দোয়ানের জঙ্গল এখন পলাশে পলাশময়। যেন লুটিয়ে পড়ছে পলাশ। রবি ঠাকুরের শান্তিনিকেতনের বসন্তোৎসবের রং পুরুলিয়ায় না লাগলেও দোলের একদিন আগে কিন্তু শান্তিনিকেতনের মতো পুরুলিয়ার পলাশ জঙ্গল যেন একেবারে সেজেগুজে তৈরি। হোলির আগে থেকেই উৎসবে রঙিন হয়ে উঠছে পুরুলিয়া শহর থেকে পাহাড় আর জঙ্গল। রাত থেকেই ওই গহন অরণ্য ভেদ করে আকাশে-বাতাসে ভেসে আসবে দ্রিমি দ্রিমি শব্দ। যে শব্দের মধ্যে যেন লুকিয়ে থাকে এক চিরন্তন মাদকতা। হাঁড়িয়ায় গলা ভিজিয়ে সেই সুর কোথায় যেন নিয়ে যাবে এদের। ফি-বছরের এই উৎসব যেন নিজেদেরই বারেবারে ফিরিয়ে আনে ওই 'ভাল পাহাড়ে'র দেশে। বসন্ত উৎসব মানেই শান্তিনিকেতন। এ যেমন সত্য, ঠিক 'ভাল পাহাড়ে'র বসন্ত আমাদের মনে আরও এক বসন্ত উৎসবকে পৌঁছে দেয়। যে উৎসবের প্রাণে থাকে অনাড়ম্বর। প্রকৃতির সঙ্গে এক সখ্যতা। যে সখ্যতার মেলবন্ধনের কাজ করছে রাঙা পলাশফুল।